তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১১২৩

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই দেশের মেগা প্রকল্পগুলো দৃশ্যমান**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর ‍উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার দেশের কৃষকদের ভাগোন্নয়নে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের জীবন ও মান বাঁচিয়ে রাখতে সরকার কষিখাতে ভর্তুকি প্রদান করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্বের মর্যাদার আসনে স্থান করে নিতে দেশের উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই দেশের প্রতিটি সেক্টরসহ মেগা প্রকল্পগুলোর অভূতপূর্ব দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

আজ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস এসআইডি-সিএইচটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত জিওবি’র অর্থায়নে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য জেলার কৃষকরা বর্তমানে ধান কাটার মেশিন, পাওয়ার টিলার মেশিন, ধান মাড়াই মেশিন, পাওয়ার ফুট স্প্র্রে মেশিন, পানির পাম্প মেশিন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারছে। এখানকার কৃষকরা এখন আধুনিক মেশিনগুলো চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ সব সেক্টরের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নিজে যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা করছেন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে দেশকে আজ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কর্ফোস চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ বাসন্তী চাকমা, খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোহতাশিম হায়দার চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা টিটন খীসা, খাগড়াছড়ি মংসার্কেল রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শানে আলম বক্তব্য রাখেন।

পার্বত্যমন্ত্রী খাগড়াছড়ির কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন অনুদানের চেক তুলে দেন। মন্ত্রী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে আপৎকালীন ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে ১৪৬ জনকে ৫৭ লাখ টাকা, বিভিন্ন কর্মসূচিতে ৩৯১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি টাকা এবং কৃষকদের মাঝে ৪ কোটি টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি তুলে দেন।

এসময় খাগড়াছড়ি জেলা ডিজিএফআই শাখার ডেট কমান্ডার কর্ণেল আ স ম বদিউল আলম, খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল মো. আবুল হাসনাত, খাগড়াছড়ি এএসইউ কমান্ডার কর্ণেল ইশতিয়াক আহমেদ, খাগড়াছড়ি এনএসআই যুগ্ম পরিচালক ফিরোজ রাব্বানী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা, হেডম্যান-কারবারি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২২

**সমন্বয় ও সক্ষমতা তৈরি ছাড়া সাইবার জগৎকে নিরাপদ করা যাবে না**

 **--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সমন্বয় ও সক্ষমতা তৈরি ছাড়া আমাদের সাইবার জগৎকে নিরাপদ করা যাবে না। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে ডেটা শুধু পিপল, ডিভাইস, ওয়েব, বা অ্যাপের সাথেই নয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ইন্টারনেট অভ্ থিংস এর সাথেও যুক্ত হয়েছে, ফলে ঝুঁকির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় এম আই এস টি মিলনায়তনে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অভ্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর যৌথ উদ্যোগে ÔMeasures and Preparedness for Emerging Cyber ThreatsÕ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন।

 পলক বলেন, সারা বিশ্বে প্রায় দশ ট্রিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সাইবার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের সবারই ইন্টারনেটে, ডিজিটাল ডিভাইস বা সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে কোনোভাবে সংযোগ আছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দুই ধরনের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আছে, একদল জানে যে তারা সাইবার হামলার শিকার হয়েছে, আরেক দল জানেও না যে তারা সাইবার হামলার শিকার হয়েছেন। এসব ঝুঁকি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। যাতে এআই, মেশিন লার্নিং, ডেটা অ্যানালিটিক্সের ওপর আমরা এত বেশি পারদর্শী হই যাতে এইটার কোনো নেগেটিভ ইউজ আমাদের বিরুদ্ধে কেউ না করতে পারে। সেজন্য ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাকাডেমিয়া এবং গভর্নমেন্ট একসাথে কাজ করতে হবে।

 পলক বলেন, চারটি বিষয়ে আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে; এআই, রোবোটিক্স, মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং এবং সাইবার সিকিউরিটি। এ বিষয়গুলোতে যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ এবং যোগ্য করে তুলতে পারি তাহলে আমরা ২০৪১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব’।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মেজর জেনারেল সাইদুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম ও বেসিসের সভাপতি রাসেলটি আহমেদ।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২১

**সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার হার বেড়েছে**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে দেশে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাগরণ ঘটেছে। সে কারণে বর্তমান সময়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার হারও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে দেখা যেত। বর্তমান সরকারের উদ্যোগের কারণে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের পাশাপাশি সংগীত, নাট্যকলা, চারুকলা, নৃত্যকলা, প্রত্নতত্ত্ব সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আগ্রহ বেড়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘নগর উপাখ্যান- পারসিভ’ আয়োজিত ‘World Heritage Voluntary (WHV) Program’ শীর্ষক দশ দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশে গেজেটভুক্ত ৫১৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা রয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংস্কার-সংরক্ষণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, গতকাল জাতীয় জাদুঘরে আমাদের বিমূর্ত বা অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনলাইন জাতীয় ইনভেন্টরির উদ্বোধন হয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের আরো বেশ কিছু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইউনেস্কো'র স্বীকৃতির অর্জন করবে এবং আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ আরো বেগবান হবে মর্মে আমার বিশ্বাস। কে এম খালিদ বলেন, সংস্কৃতিবান, সংস্কৃতি সচেতন মানুষসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, তাঁরা হৃদয় দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন, কোনো অর্থের মোহে নয়। সেজন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের সাধুবাদ জানাই।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোঃ ইমরুল চৌধুরী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. একেএম শাহনেওয়াজ। সম্মানিত অতিথি বক্তৃতা করেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার-ইন-চার্জ সুজান ভাইজ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বুলবুল আহমেদ। প্যারিস থেকে অনলাইনে বক্তব্য দেন Global Coordination World Heritage Volunteers Initiative এর পরিচালক Francesco VOLPINI. আলোচনা করেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের Deakin University-এর অধ্যাপক মিজানুর রশিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'নগর উপাখ্যান- পারসিভ' এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ফাতিহা পলিন।

 উল্লেখ্য, ‘পারসিভ’ এর নগর উপাখ্যান বিভাগ দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে World Heritage Voluntary (WHV) Program । এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-‘ Interpretation of the terracotta plaque of the Buddhist Vihara at Paharpur, Bangladesh.’ উল্লেখ্য, এ ভলেন্টিয়ার প্রোগ্রাম আজ থেকে শুরু হয়ে আগামী ১০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং এ প্রোগ্রামে ভলেন্টিয়ার হিসাবে দেশ-বিদেশের স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব ও বিশ্ব ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করা শিক্ষক, গবেষক, লেখক এবং শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করছেন।

 প্রতিমন্ত্রী পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বাউলকুঞ্জে একাডেমি আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী (১-১২ অক্টোবর) ‘গণজাগরণের পালাগান উৎসব ২০২৩’ এর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১১২০

**নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ডেঙ্গু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব এ বছর বেশি কারণ আমাদের এখানে থেমে থেমে যে বৃষ্টি হয় তাতে এডিস মশার বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শুধু সিটি কর্পোরেশন বা সরকারি সংস্থা দিয়ে এডিস মশাকে নির্মূল করা কঠিন কারণ এই মশাকে এলিট মশা বলা হয় যা পরিষ্কার পানিতে জন্ম নেয়। এডিস মশা নর্দমা কিংবা নালা বা খালবিল ও বনজঙ্গলে জন্ম নেয় না। এডিস মশার বংশবৃদ্ধি বাসা বাড়ি, ছাদবাগান, প্লাস্টিকের পরিত্যক্ত জিনিস, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ারে জমাটবদ্ধ পানি থেকে হতে পারে। এমনকি বাসার বাথরুমের কমোড দীর্ঘদিন ফ্লাশ না করলে তাতেও এডিস মশা জন্মানোর উপযুক্ত জায়গা। তাই যখনই থেমে থেমে বৃষ্টি হয় এবং তারপরে গরম পড়ে এ ধরনের আবহাওয়ায় আমাদের নাগরিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করা জরুরি। আমাদের সচেতনতাই ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

মন্ত্রী আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সারা দেশে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে "ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত অন্যান্য রূপ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি" এর সভায় সভাপতিত্বকালে একথা বলেন। সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়ের মোঃ আতিকুল ইসলামসহ জাতীয় কমিটির অন্য সদস্যগণ।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় আমাদের নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে বলেন, তবে শুধু ব্যক্তির সচেতন হলে হবে না, সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে। দশজন সচেতন হলেও একজন অসচেতন থাকলে সবার ডেঙ্গুর ভয়াবহতার মোকাবিলা করতে হতে পারে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নাগরিক আন্দোলন জরুরি বলে উল্লেখ করেন তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সভায় জাতীয় কমিটির সদস্যদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা শোনেন। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করার ওপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় জানানো হয়, কেউ পূর্বে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর অবস্থা খুব দ্রুত অবনতি হয় জানিয়ে এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবং এর চিকিৎসার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে মিডিয়ার ভূমিকার ওপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মসজিদ মন্দিরের দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক প্রার্থনার পরে ইমাম বা ধর্মীয় নেতাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর আলোচনার গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া মোবাইলে বিটিসিএল এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক মেসেজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে এতে কোনরকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না বলেও উল্লেখ করা হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ডেঙ্গুর মতো রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে উল্লেখ করে বলেন, এ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সামাজিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

#

হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১১১৯

**বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে অর্থায়নের সাথে সাথে প্রযুক্তি সহায়তা প্রয়োজন**

 **-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে অর্থায়নের সাথে সাথে প্রযুক্তি সহায়তা প্রয়োজন। নিরাপদ, পরিষ্কার ও সাশ্রয়ীমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকার কাজ করছে। ২০৪১ সাল নাগাদ জ্বালানি মিক্সে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পরিষ্কার জ্বালানির অবদান থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক পেটেরিস উসতাবস্ (Peteris Ustubs)-এর নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধির সাথে সভায় বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস হতে প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং ১০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য উৎস হতে আরও প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলমান। নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯০ ভাগই বেসরকারি খাত থেকে হচ্ছে।

বায়ু বিদ্যুৎ ও অফসোর বায়ু বিদ্যুৎ নিয়েও সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে আগ্রহী। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় বিদ্যুৎ বিভাগ অফসোর বায়ুর সম্ভাব্যতা যাচাই নিয়ে কাজ করছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশ অফসোর বায়ু বিদ্যুৎ নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এ নিয়ে কাজ করতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সঞ্চালন ও সাব-স্টেশন স্থাপনেও আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চূড়ান্ত অনুমোদন না করায় প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ চলে গেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এ বিনিয়োগ আসা উচিত। বাংলাদেশে রুফটপ সোলার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পরিচালক পেটেরিস উসতাবস্ বলেন, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ই-ইউ আগ্রহী। বাংলাদেশের নবায়ণযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স এবং ইনভেস্টমেন্ট গ্রান্ড-এর আওতায় ৭০ কোটি ৬০ লাখ ইউরো রয়েছে। বাংলাদেশ, ভূটান, ইন্ডিয়া, নেপাল এবং শ্রীলংকায় সমন্বিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ‘Energy Connectivity in South Asia’ শীর্ষক প্রকল্প নিয়ে ইইউ কাজ করছে। তাছাড়া ‘Partnership for Green Energy Transition in Bangladesh’ প্রকল্প স্রেডার মাধ্যমে NDC টার্গেট পূরণে সহায়তা করছে।

এ সময় Regional Electricity Market, EU Market, গ্রিডের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা, নেপাল হতে বাংলাদেশে ডেডিকেটেড সঞ্চালন লাইন, সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশে গ্রিন এনার্জি পরিবর্তনের অগ্রাধিকার, সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের সুযোগের পাশাপাশি আঞ্চলিক জ্বালানি সংযোগের বিষয়ও আলোচনায় স্থান পায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ এর রাষ্ট্রদূত চার্লস্ হুইটলি (Charles Whitely), হেড অব সেক্টর ফর সাউথ এশিয়া অড্রেই মাইলট (Audrey Maillot) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১৮

**যুবসমাজই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল কারিগর**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন তা বাস্তবায়নে যুবসমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, আজকের যুব সমাজই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। স্মার্ট নাগরিক ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা যাবে না। নাগরিকদের স্মার্ট হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের স্মার্ট হতে হবে। এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিবে কে দেবে প্রশ্ন রেখে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, আজকের যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে নেতৃত্ব দেবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এ ড. আনোয়ারুল আবেদিন লেকচার সিরিজে ‘স্মার্ট বাংলাদেশের পথে যাত্রা : বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ’ শীর্ষক আলোচনায় মূল বক্তা হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এআইইউবি এর ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ কারমেন জেড. লামাগনা, আইবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এর ফেরহাত আনোয়ার, জয়তুন বিজনেস সলিউশনের চেয়ারম্যান মোঃ আরফান আলী, বাংলালিংকের কর্পোরেট এবং রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর চিফ তাইমুর রহমান, এআইইউবি এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুর রহমান।

 মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর আজীবনের আকাক্সক্ষা ছিল দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। ঘাতকের নির্মম বুলেট জাতির পিতাকে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে না দিলেও তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর আমাদের স্বপ্ন নয়, তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সারা দেশে গ্রামীণ অবকাঠামো, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর পানীয় জল সরবরাহ করে থাকে। এই খাতে বিগত পনেরো বছরের উন্নয়নের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা, ২১০০ সালের মধ্যে ডেলটা প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্য রয়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ফলে।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ২০০৯ সালে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তখন অনেকেই পিছনে এর সমালোচনা করেছিল কিন্তু উনি তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আজকে স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তিনি আমাদের দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস নিতে হবে। সেজন্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় আমাদেরকে পারদর্শী হতে হবে। কারণ এ দেশটা আমাদের সবার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলার স্বপ্ন তখনই সত্যি হবে যখন আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধিশালী এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

#

 হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১১১৭

**তথ্যমন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে সাক্ষাত করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি (Iwama Kiminori)।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দপ্তরে তাদের বৈঠক শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ‘গত ৫২ বছরে বাংলাদেশের পথচলায় জাপান অর্থনৈতিকভাবে, অবকাঠামোগতভাবে আমাদের যেভাবে সহায়তা করেছে সে নিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। দেশের উন্নয়নে ভবিষ্যতে যেনো আমরা আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারি সে জন্য তার সাথে আলোচনা করেছি।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘তিনি আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রসঙ্গ টেনেছেন, অবশ্যই আমি তাকে জানিয়েছি আগামী নির্বাচন ফ্রি, ফেয়ার এন্ড ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং ইলেকশন অনুষ্ঠান করা সেটি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এবং ক্রমাগতভাবে নির্বাচন বর্জন করা যে, কখনো কারো জন্য সমীচীন নয়, সেটি আমি তাকে বলেছি। একইসাথে দেশে যাতে কোনো রাজনৈতিক ভায়েলেন্স না হয় যেটি ২০১৩-১৪-১৫ সালে হয়েছে এবং সময়ে সময়ে বিএনপি করে এবং এখনো করার চেষ্টা করছে, উস্কানি দিচ্ছে এ বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী নির্বাচন জনগণ এবং অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, সুন্দর সর্বমহলে কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে, সেটি আমি তার সাথে আলোচনায় বলেছি।’

**‘সহিংসতা বরদাশত নয়’**

এ সময় সাংবাদিকরা বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘দেশে কেউ সহিংসতা করুক সেটি কখনো বরদাশত করবো না। যে কেউ রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করতে পারে, সরকারের পদত্যাগও চাইতে পারে। কিন্তু সেটি বলে দিনক্ষণ ঠিক করে “সরকারকে টেনে নামিয়ে ফেলবে” সেটি বলা সমীচীন নয়, সেটি রাজনীতির ভাষা নয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘যে ভাষায় বিএনপি কথা বলছে, সেই ভাষা ইঙ্গিত দেয় তারা দেশে একটি সহিংসতা, নাশকতা করতে চায়। সেটি করতে কাউকে দেওয়া হবে না। আমি আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে বলছি, আওয়ামী লীগ রাজপথের দল, রাজপথে কীভাবে কাকে মোকাবিলা করতে হয় সেটি আমরা জানি।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                               নম্বর : ১১১৬

**‘মুজিব : একটি জাতির রূপকার’ ১৩ অক্টোবর শুভমুক্তি ঘোষণা,**

**ট্রেলার ও পোস্টার উদ্বোধন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক ‘মুজিব : একটি জাতির রূপকার’ আগামী ১৩ অক্টোবর শুভ মুক্তি ঘোষণা এবং ট্রেলার ও পোস্টার উদ্বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বলরুমে এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতার শেষাংশে চলচ্চিত্রটির মুক্তির তারিখ ঘোষণা লগ্নে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এত খুশি যে, চার বছরের পথ পরিক্রমায় আজকে আমরা
‘মুজিব : একটি জাতির রূপকার’ সিনেমাটি মুক্তি দিতে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ ১৩ই অক্টোবর এই ছবি সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, বায়োপিক লাইন ডিরেক্টর সতীশ শর্মা অনুষ্ঠানে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন ও শিল্পীদের নিয়ে মন্ত্রীর সাথে পোস্টার উন্মোচনে অংশ নেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিদেশ থেকে এ উপলক্ষ্যে পরিচালক শ্যাম বেনেগাল এবং বঙ্গবন্ধুর চরিত্রাভিনেতা আরিফিন শুভ’র পাঠানো ভিডিও বার্তা ও সিনেমাটির ট্রেলার দর্শকদের ছুঁয়ে যায়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, ‘এই ছবি শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এটি বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক। ‘মুজিব : দ্য মেকিং অভ আ নেশন’, ‘মুজিব : একটি জাতির রূপকার’ ছবিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, অভ্যুদয়ের ইতিহাস আছে কারণ এই বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।’

হাছান বলেন, ‘মুজিব : একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রটি জাতির জন্য একটি দলিল। এটি শুধু সিনেমা নয়, এই ছবিটি জাতির জন্য ইতিহাসের একটি দলিল। বঙ্গবন্ধু কীভাবে একটি জাতির রূপকার হলেন, সেটিই এই ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বহু নেতা স্বাধীনতার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাঙালি নেতা যার হাত ধরে স্বাধীনতা এসেছে। যিনি হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো মানুষকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলেন যে, মানুষ জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে মানুষ যুদ্ধে গেছে, দেশমাতৃকার তরে জীবন দিয়েছে, লাল সূর্য খচিত সবুজ পতাকা ছিনিয়ে এনেছে, তিনি শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু মুজিব, জাতির পিতা মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘জাতির জন্য তার যে সংগ্রাম, তার যে ত্যাগ, তার যে দৃঢ়তা, ফাঁসির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি কীভাবে অবিচল ছিলেন, সেগুলো এই ছবিতে উঠে এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা যেটি সেটি হচ্ছে, ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার কথা আমরা জানি, কিন্তু সেই ঘটনা কোন জায়গায় কখনো চিত্রায়িত হয়নি, শুধু এই ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে এবং সেই ঘটনা দিয়েই এই ছবির সমাপ্তি ঘটেছে।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘এই ছবিটি আমি তিন চারবার দেখেছি এবং এই ছবি প্রথম জনসম্মুখে প্রদর্শিত হয় টরেন্টো ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালে। সেখানে বাঙালির বাইরেও বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। ২ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট অর্থাৎ ৩ ঘণ্টার এ ছবি চলাকালে একটি মানুষ ১ মিনিটের জন্য নড়েনি এবং সেখানে কোনো বিরতি ছিল না। হলে ৩ ঘণ্টার এ ছবিতে বিরতি থাকবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এই ছবিটা কীভাবে দর্শক ধরে রাখবে, কীভাবে দর্শক টানবে। আমরা এই ছবি মুক্তি দিতে যাচ্ছি।’

মন্ত্রী হাছান এ সময় বায়োপিক পরিচালক শ্যাম বেনেগাল এবং ছবির নির্মাণের সাথে যুক্ত সবাইকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, ‘গওহর রিজভী সাহেব, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এই ছবির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন, সাজ্জাদ জহিরসহ বাংলাদেশ থেকে আরো অনেকেই যুক্ত ছিলেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। শিল্পীরা প্রত্যেকেই অসাধারণ অভিনয় করেছে। যাকে যে চরিত্র দেওয়া হয়েছে ভালো অভিনয় করেছে।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জানান, ‘বেশ আগেই আমরা বায়োপিকের সেন্সর সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। খুব সহসা এটি ভারতেও সেন্সর সার্টিফিকেট পেতে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা প্রথমে বাংলাদেশে মুক্তি দিতে চাই, কারণ বঙ্গবন্ধু এই বাংলাদেশের রূপকার, এই জাতির রূপকার, সে জন্য বাংলাদেশে মুক্তি দিতে চাই। পরে এটি ভারতবর্ষসহ পুরো পৃথিবীতে মুক্তি দেওয়া হবে। আমি সবাইকে এই ছবি হলে গিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানাই।’

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রটিতে শতাধিক বাংলাদেশি শিল্পীদের মধ্যে এ দিন চঞ্চল চৌধুরী, খায়রুল আলম সবুজ, সংগীতা চৌধুরী, দিব্য জ্যোতি, সমু চৌধুরী, আশিউল ইসলাম, নাইরুজ সিফাত, আবুল কালাম আজাদ মিয়া, তুষার খান প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১৫

**খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা:**

**৪০১ ধারায় নিষ্পত্তিকৃত দরখাস্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

 বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর আবেদনের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ফোজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী কোন দরখাস্ত যদি একবার নিষ্পত্তি করা হয়, তবে সেই নিষ্পত্তিকৃত দরখাস্ত পুনর্বিবেচনা করার আর কোন সুযোগ এই আইনে থাকে না। ঠিক সেই কারণে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ ব্যাখ্যা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মতামত পাঠানো হয়েছে।

 মতামতে বলা হয়েছে, ৪০১ ধারার ক্ষমতাবলে যে দরখাস্ত একবার নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সেটা ‘পাস্ট এন্ড ক্লোজড ট্রানজ্যাকশন'’, এটা খোলার আর কোন সুযোগ নেই।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রী নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

 এর আগে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজদের জন্য আয়োজিত ১৪তম ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও গতিশীল বিচার বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত এবং অসহায় মানুষগুলো স্বল্প খরচে দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন। তাঁর দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এ কারণে তিনি আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবসময় তৎপর ছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার পর আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যার অনেক কিছুই তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের হলেও, এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। আর এ দায়িত্বের মূলে রয়েছেন বিচারকরা।

 মন্ত্রী বলেন, বিচারকদের অন্যতম দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে স¦াভাবিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা। অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো নাগরিকদের অধিকারে সমতা আনা এবং একই সাথে কার্যকর বিচার সম্পন্ন করে অভিযুক্তদের অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা। কারণ সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচারের অধিকার না থাকলে আইনের শাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বিচারকদেরকে অবশ্যই প্রচলিত জুডিসিয়াল পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই সফল ও সার্থক বিচারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে ।

 বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সাওয়ার ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) শেখ আশফাকুর রহমান বক্তৃতা করেন।

#

 রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                               নম্বর : ১১১৪

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২ পাচ্ছে ১২ শিল্প প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২’ প্রদান করা হবে। আগামী ৩ অক্টোবর সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকায় এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি
মোঃ সাহাবুদ্দিন পুরস্কারের জন্য নির্বাচিতদের হাতে স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট, টাকা ও সম্মাননাপত্র তুলে দিবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ মাহবুবুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে এবং শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে শিল্পখাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ বিনির্মাণের জন্য বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, রপ্তানি ও আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখাসহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পুরস্কার প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য হলো বঙ্গবন্ধুর শিল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে শিল্পায়নের যে সূচনা হয়েছিল সে অবদানকে স্মরণীয় ও বরণীয় করা এবং বাংলাদেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্রমবিকাশকে টেকসই করা। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ পণ্য বহুমুখীকরণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তিনির্ভর  ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি  করার জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে এই পুরস্কার প্রবর্তন দেশে শিল্পায়নের অভিযাত্রায় আরো সৃজনশীল উদ্যোক্তা তৈরি ও বিকাশে সহায়ক হবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক দায়িত্ব পালন, নিষ্কণ্টক ভূমি ও ভূমির পরিকল্পিত ও দক্ষ ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের অবদান বিবেচনা করা হয়েছে। পুরস্কারের জন্য শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনয়নে কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ আবশ্যক। এর মধ্যে শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্থাপিত হতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আবেদনকারী শিল্পপতি/উদ্যোক্তার সামগ্রিক অবদান সন্তোষজনক হতে হবে ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ বা আমদানি বিকল্প বা রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখতে হবে।

এছাড়া, নিয়মিত কর পরিশোধ করতে হবে। কোনো ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনো ট্রাইব্যুনাল বা আদালত কর্তৃক ৬ মাস বা তদধিক সময়ের জন্য কোনো উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে দণ্ডিত করলে এবং দণ্ডভোগের পর ন্যূনতম ২ বছর সময় অতিক্রান্ত না হলে কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনো ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে উক্তরূপ কোনো মামলা চলমান থাকলে, সেই শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। ঋণ খেলাপি, সরকারি বিল খেলাপি, কর খেলাপি, অর্থ পাচারকারী, সরকারি জায়গায় অবৈধ দখলদার ও পরিবেশ দূষণকারী শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানও এই সম্মানজনক পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয় না। উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান একবার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলে, একই ক্যাটাগরিতে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য তাঁর আবেদন বিবেচনা করা হয় না।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ১২ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ৩টি, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ২টি, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ৩টি, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ১টি, কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ১টি এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে ২টি। এই বছর হস্ত ও কারুশিল্প ক্যাটাগরিতে কোনো প্রতিষ্ঠান মনোনিত হয়নি।

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে১ম হয়েছে রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড, ২য় হয়েছে জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, এবং ৩য় হয়েছে বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে নিতা কোম্পানী লিমিটেড এবং ২য় হয়েছে নোমান টেরি টাওয়াল মিলস্ লিমিটেড, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে হযরত আমানত শাহ স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড, ২য় হয়েছে বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছে টেকনো মিডিয়া লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে শুধুমাত্র ১টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে, গ্রিন জেনেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে শুধুমাত্র ১টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্ এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ২য় হয়েছে সুপার স্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড।

১ম পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ৩ লাখ টাকা ও ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট, ২য় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা ও ২০ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট এবং ৩য় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা ও ১৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট দেয়া হচ্ছে। স্বর্ণের ক্রেস্টগুলো ১৮ ক্যারেট মানের স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। এছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে।

#

মাহমুদ/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১১১৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ শতাংশ। এ সময়ে ৫০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩৬১ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রেজাউল/২০২৩/১৬২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১১১২

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ এর কর্মসূচি**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে থাকে। এবছর আগামীকাল সারাদেশে পালিত হবে বিশ্ব শিশু দিবস। একই সাথে শিশুর অধিকার, সুরক্ষা এবং শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন করার লক্ষ্যে ২ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পালন করা হবে শিশু অধিকার সপ্তাহ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছরের মতো এবছরও দেশব্যাপী যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য ‘শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি’।

  আগামীকাল ২ অক্টোবর সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

  বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ইউনিসেফ, দেশি ও বিদেশি  শিশু সংগঠন ও উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের কবিতা আবৃ্ত্তি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু সংলাপ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

আমার কথা শোনো, ছোটরা বলবে বড়রা শুনবেন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্যাম্পেইন এবং জাতীয় পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হবে।  এছাড়াও বিভিন্ন শিশু সংগঠনের রয়েছে শিশুদের শিক্ষা, বিকাশ, অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে পৃথক পৃথক কর্মসূচি।

বিশ্ব শিশু দিবসের অনুষ্ঠান ও টকশো বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশে বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। বিশেষ ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ এবং আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হবে। এছাড়া পোস্টার, পিভিসি ও ফেস্টুন-ব্যানার স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভবন ও ঢাকার প্রধান প্রধান সড়কদ্বীপ সজ্জিত করা হবে। দেশের সকল জেলা এবং উপজেলায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হবে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্‌যাপনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সহযোগী হিসেবে থাকবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহ। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে রয়েছে ইউনিসেফ, শিশু অধিকার ফোরাম, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, সিনারগোস বাংলাদেশ,  এস ও এস চিলড্রেন ভিলেজ, সেভ দ্য চিলড্রেন, এডুকো, অপারাজেয় বাংলাদেশ, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামসহ বিভিন্ন শিশু সংগঠন ও সংস্থা।

#

শহিদুল/জামান/সাঈদা/শামীম/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১১

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস- ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক দেশব্যাপী ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস- ২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানুষের চিন্তার জগত, জীবনধারা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগমনী বার্তা আমাদেরকে তাড়া করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্মার্ট প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিকতা ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আত্তীকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অধিকহারে মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা’ যথার্থ ও যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এজন্য কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ জনবল তৈরি, গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসনাত/জামান/রাসেল/শামীম/২০২৩/১১১২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১০

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি’- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের শিশুদেরকে জানাই আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার ১৫ বছর পূর্বেই ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয়। জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন শিশুর সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া সমৃদ্ধ জাতি গঠনের ভিত্তি নির্মাণ সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপলব্ধি আজ আমাদের প্রেরণা।

আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিশুদের অধিকার রক্ষা কল্যাণে কাজ করেছে। আমরা ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১’, ‘শিশু আইন ২০১৩’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ প্রণয়ন করেছি। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশুদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সরকার শিশুদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তথ্য-প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার উপযোগী সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিশুদের মনে বড় হওয়ার স্বপ্ন ও সাহস জাগিয়ে দিতে সরকার সব সময় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে শিশুদের পরপূর্ণ বিকাশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সুশিক্ষা ও সুস্থ বিনোদন নিশ্চিত করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের শিশুরা বিশ্বের যে কোন উন্নত দেশের শিশুদের মতই মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান। তারা নানাবিধ প্রতিযোগিতা ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চ থেকে সাফল্য ছিনিয়ে আনছে। আমাদের সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিশুর সুষম বিকাশ সাধন ও সুরক্ষা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। তবু শুধু সরকারি পদক্ষেপই এ জন্য যথেষ্ট নয়। শিশুর যাবতীয় অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন একান্ত জরুরি। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে।

আজকের শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আজকে যারা শিশু, তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে ২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশ অধিকার সপ্তাহ ২০২৩’ এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৯

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর আয়োজনে
২ অক্টোবর ২০২৩ দেশব্যাপী ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা (Productivity for Smart Bangladesh)’। আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এজন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের সরকার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ গঠন করেছে। তাই এ বছর এনপিও কর্তৃক গৃহীত প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ এখন গোটা বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে বিবেচিত। গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। একই সময়ে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য । এজন্য জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন দিবসটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৮

**বিশ্ব বসতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্ব বসতি দিবস’ পালনের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recovery’ অর্থাৎ ‘স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি’ কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ের জন্য যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন; যাতে দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে নগর ও গ্রামাঞ্চলের সুষম উন্নয়ন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার নগরগুলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন: মেট্রোরেল প্রকল্প, পদ্মা সেতু প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, বিভিন্ন উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প নগরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে।

শহরগুলো হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দু। নগরায়ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফল নয় বরং এর প্রকৃত চালিকা শক্তি। শহরগুলির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের জন্য স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি অপরিহার্য। নগরের অর্থনীতি স্থিতিশীল না হলে কী ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে কোভিড-১৯ এর সময় তা লক্ষ্য করা গেছে। কোভিড-১৯ বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে মন্থর করে দিলেও আমাদের সরকার এ অতিমারি মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে, যা আজ বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের আলোকে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’ এর মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশে আর কোন গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষ থাকবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ হতে ২৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে স্থিতিশীল ও উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা পাবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যে আমরা ভিশন ২০৪১ ঘোষণা করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৭

**বিশ্ব বসতি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর অভীষ্ট ১১-তে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নিম্নবিত্তদের আবাসন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Resilient Urban Economies. Cities as Drivers of Growth and Recovery' অর্থাৎ ‘স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম নিয়ামক। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ ২০২২-৩৫) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য, পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে। আমি আশা করি, আগামী দিনের নগর হবে দুর্যোগ সহনশীল এবং ভবন নির্মাণবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আবাসন হবে নিরাপদ।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৬

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩’
উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি জানাই আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিশুরাই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি, সুন্দর আগামী প্রতিষ্ঠার কারিগর। তাই বিশ্বকে সুন্দর করার পূর্বশর্ত শিশুদের সুন্দর করে গড়ে তোলা। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমেই শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আজকের শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্ব হবে সুন্দর ও শান্তিময়। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের উপলব্ধি থেকে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। এ সনদের গর্বিত অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১৯৮৯ সালে ঘোষিত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অনেক আগেই, বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের কথা চিন্তা করে ‘শিশু আইন-১৯৭৪’ প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর প্রতিভা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু শ্রম ও নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে সরকার ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০’ ও ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১’, ‘শিশু আইন-২০১৩’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ প্রণয়ন করেছে। এসব আইন, নীতি ও পদক্ষেপ শিশুর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশসহ সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। আমি আশা করি, শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহ, মমতা ও নিরাপদে বিকশিত হোক- বিশ্ব শিশু দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি বিশ্বাস করি, আজকের শিশুরাই গড়ে তুলবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ